প্রথম আলো

তারিখ 27 FEB 2017
পৃষ্ঠা ৭৪

উপবৃত্তির টাকা যাবে মায়েদের মুঠোফোনে

এস এম নজিবুল্লাহ চৌধুরী ●

বিদ্যালয়ে দীর্ঘ সারি, তাতে মা কিংবা অভিভাবকদের অপেক্ষা। হাতে হাতে নগদ টাকা পাওয়ার আশা। এমন চিত্রের দেখা মেলে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের সময়। খুব শিগগিরই এ ব্যবস্থার পরিবর্তন আসছে। এর পরিবর্তে মায়েরা উপবৃত্তির টাকা পাবেন নিজেদের মুঠোফোনে, রূপালী ব্যাংক-শিওরক্যাশ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। শিগগিরই এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার কথা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে লেনদেনে সহযোগিতা করছে রূপালী ব্যাংক আর তাদের কারিগরি সহযোগিতা দেবে শিওরক্যাশ।

কেন এই উদ্যোগ?

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, 'আগে মায়েরা একটি নির্দিষ্ট দিনে কার্ড নিয়ে উপবৃত্তির টাকা আনতে বিদ্যালয়ে যেতেন। এতে কষ্ট হতো তাঁদের। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা দেওয়া হলে মায়েদের এই কষ্ট দূর হবে।' এ ছাড়া ভুয়া শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদানের যে অভিযোগ ছিল, তাও দূর হবে বলে জানান তিনি।

উপবৃত্তির টাকা বিতরণের জন্য গত বছরের জুনে রূপালী ব্যাংক ও শিওরক্যাশের সঙ্গে চুক্তি করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তারপর সারা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ফরম পাঠানো হয়। এতে শিক্ষার্থীদের বিস্তারিত তথ্য ছিল। আর সেই ফরমগুলো স্ক্যান করে ইন্টেলিজেন্ট ক্যারেক্টার সফটওয়্যারের সাহায্যে ডেটাবেইস তৈরি করে শিওরক্যাশ। এই ডেটাবেইস ব্যবহার করে শিওরক্যাশের তৈরি করা সফটওয়্যারের সাহায্যে এই টাকা পাঠানো হবে, এমনটাই জানান প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শাহাদাত খান।

শাহাদাত বলেন, ডেটাবেইসের সাহায্যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর হিসাব খোলা হয়েছে মায়েদের মুঠোফোন নম্বর দিয়ে। তাই মায়েদের মুঠোফোন নম্বরেই উপবৃত্তির টাকা যাবে। একটি নির্ধারিত সময়ে যাবে এই টাকা। তা স্থানীয় শিওরক্যাশ এজেন্ট কিংবা ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্র থেকে সুবিধামতো সময় তুলে নিতে পারবেন তাঁরা।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত পুরো টাকাই পাবেন মায়েরা। টাকা তোলার সময়ও কোনো ধরনের চার্জ কাটা হবে না। আপাতত এই ব্যবস্থায় একেক জায়গায় একেক দিনে দেওয়া হবে উপবৃত্তি। তবে পরবর্তী সময়ে সারা দেশে একই দিনে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

এই কার্যক্রম চালু হলে সারা দেশের এক কোটি মা এ সুবিধা পাবেন। এই ডেটাবেইসের আওতায় আনা হয়েছে প্রায় এক কোটি ৩০ লাখ শিক্ষার্থীকে।

'এ ধরনের লেনদেনে কোনো ধরনের ঝুঁকি নেই।' বলছিলেন রূপালী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মো. মাঈন উদ্দিন। ঝুঁকি না থাকার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের জন্য শিওরক্যাশ যে সফটওয়্যার ব্যবহার করছে, তা আমরা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়েছি। এখন পর্যন্ত কোনো ত্রুটি ধরা পড়েনি।' রূপালী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকিং কার্যক্রমের পাশাপাশি মোবাইল ব্যাংকিং সেবাও চালু করেছে। এরই অংশ হিসেবে এই উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পে কাজ করছে।

এই কার্যক্রমে সহায়তা করতে যে মায়েদের সিম নেই, তাঁদের বিনা মূল্যে সিমকার্ড বিতরণ করছে টেলিটক। এসব সিমে প্রতি মাসে ২০ টাকা করে টকটাইম পাবেন মায়েরা।